R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
[illegible] ছাপা, পরিচ্ছন্ন ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

বন্যা নিয়ে কুয়াশার জাল সৃষ্টি করছেন কেন্দ্রীয় সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর—আর এস পি আহূত স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধ বিষয়ক জনসভায় ভাষণ দিতে এসে গতকাল রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বন্যাত্রাণে কেন্দ্রীয় সরকার কি দেবেন, না দেবেন তার উপর ভরসা করে থাকলে চলবে না। দু'হাজার কোটি টাকার ক্ষতির জায়গায় আমরা চেয়েছিলাম ৩৫০ কোটি টাকা, পেয়েছি ৯১ কোটি টাকা। তার সঙ্গে গম-চালের দাম ধরে তাঁরা বলছেন ১২৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এতেই বোঝা যায় কেন্দ্র হিসেবে কারচুপি করে জুয়াচুরির চেষ্টা করছেন, নানারকম কথা বলে কুয়াশার জাল সৃষ্টি করছেন। উত্তর প্রদেশের দুটি জেলায় বন্যা হল—কেন্দ্র দিলেন ১০০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলায় বন্যা হল কেন্দ্র দিলেন ৯১ কোটি টাকা। কেন্দ্রের এই পক্ষপাতিত্বমূলক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় তুলতে হবে, আন্দোলনের তুফান তুলতে হবে। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় পুনর্বাসনের জন্য আজই ৪০ লক্ষ টাকা এসেছে, আরো ৫০ লক্ষ টাকা আসছে। বাড়ী তৈরীর কাজ সম্ভবতঃ আজ থেকেই শুরু হচ্ছে। সভায় শিস মহম্মদ গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ, গুজিরপুরে হালকা সেতু, আলমপুরে স্লুইস গেট দাবি জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রদীপ নন্দী, অমল কর্মকার, শিবু সান্যাল প্রমুখ আর এস পি নেতৃবৃন্দ এবং বরুণ রায়। প্রত্যেকের মূল বক্তব্য ছিল, স্বাধীনতার পর ছ'বার বিধ্বংসী বন্যা পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছে। এখন বৈজ্ঞানিক প্রথায় স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হোক। তা না হলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আচিরেই সমুদ্রের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

সরকারবিরোধী চক্রান্তে দুই আমলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ নভেম্বর—আজ জঙ্গিপুর এস ডি ও কোর্ট প্রাঙ্গণে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশে সি পি এম নেতৃবৃন্দ রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বি ডি ও নুরুল আবসার এবং ১ নম্বর ব্লকের জে এল আর ও নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই) এর সঙ্গে যোগসাজসে সরকারবিরোধী চক্রান্তে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছেন। সি পি এমের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক, মৃগাংক ভট্টাচার্য্য বলেন, 'এই দুই অফিসার পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করেছেন এই চক্রান্ত।' তিনি বলেন, 'কংগ্রেস (ই) কর্মীরা গ্রামে গ্রামে অশান্তি সৃষ্টি করছেন। কোন কোন অঞ্চলে তাঁদের মদৎ দিচ্ছেন ফ্রন্ট শরিক আর এস পি দল।' সমাবেশের পর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে বন্যা ও ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। সমাবেশের আগে সি পি এমের এক বিরাট মিছিল শহর পরিক্রমা করে এবং ইন্দিরা গান্ধীর শাস্তি দাবি করে।

কংগ্রেস (ই) এর বিজয়োৎসব : কর্ণাটকের চিকমাগালুর লোকসভা উপ-নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাভ উপলক্ষে সাগরদীঘি, অরঙ্গাবাদ, ফরাক্কা, ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি জায়গা থেকে বিজয়োৎসব উদ্‌যাপনের খবর এসেছে। প্রতিটি উৎসবই ছিল আনন্দমুখর।

টিউবেকটমি অপারেশনে মৃত্যু : অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর—পক্ষকাল আগে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে টিউবেকটমি অপারেশনের সময় সুজাপুরের মহঃ সাদেম সেখের স্ত্রী সিদ্দিকা বিবির মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, ১ নভেম্বর রাত্রে হাসপাতালে সিদ্দিকা বিবির চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি টিউবেকটমি অপারেশনে রাজি হন। ৪ নভেম্বর বেলা :টায় অপারেশনের সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে। অভিযোগ, ডাক্তারের অবহেলায় চারটি ছেলেমেয়ে মা-হারা হয়েছে। ডাক্তাররা এভাবে অবহেলা করলে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী জনপ্রিয়তা হারাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হাজিপুরে গুলি

সাগরদীঘি, ১৫ নভেম্বর—গ্রাম্য দলাদলির জের হিসেবে গতকাল এই থানার হাজিপুর গ্রামে গুলি চলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, গুলি চালনার আগের দিন ফসল খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে মারামারি হয় এবং একজন আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শী মজিবুর রহমান সাক্ষী দিতে পারেন ভেবে গতকাল তিনি যখন জমিতে চাষের কাজ করছিলেন, একদল গ্রামবাসী তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধোর করে। মুস্তাহার হোসেন ও মোদাশ্বর হোসেন নামে দু'জন গ্রামবাসী তাঁদের বন্দুক থেকে দু'রাউণ্ড গুলি ছোঁড়েন। ফলে ১১ জন আহত হন। পুলিশ একটি বন্দুক সীজ করেছে, আর একটি পায়নি।

প্রধান প্রশিক্ষণ শিবির

অরঙ্গাবাদ, ১০ নভেম্বর—গতকাল অরঙ্গাবাদ জৈন ধর্মশালায় জঙ্গিপুর মহকুমার নবনির্বাচিত অঞ্চল প্রধানদের প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করা হয়। ৩ দিনের এই শিবিরে মহকুমার ৪৯ জন অঞ্চল প্রধান যোগদান করেন। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও প্রমুখ প্রধানদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মহকুমার রাজনীতিতে ধস

থানা কমিটি বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিদারুণ, বিশৃঙ্খলা ও গুরুতর পারটিবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ৯ নভেম্বর থেকে হরিরঞ্জন তেওয়ারীর নেতৃত্বাধীন সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।' পারটির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত রায় এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন।

সমর্থন প্রত্যাহার

সাগরদীঘি, ১৫ নভেম্বর—এই ব্লকের বোখারা—২ অঞ্চলের দোহাল-ডাঙাপাড়ার অপূর্ব মুখারজি, ব্রাহ্মণী-গ্রামের আবুল ফারহাদ ও রসবেলুড়িয়ার রামকুমার মণ্ডল 'সি পি এম-এর' উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে আর এস পি দলের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, '২ নং বোখারা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ক্ষেত্র

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহিষ্কার, শো-কজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সি পি এম-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির দু'জন কর্মী প্রভাত ব্যানারজি ও তাপস রায়কে দল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক পার্থসারথি নাথ ও কর্মী চন্দন বর্মণকে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শো-কজ করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে। অবশ্য অফিসিয়ালি এঁদের কেউই এখনও বহিষ্কার অথবা শো-কজের নোটিশ পাননি। রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সি পি এমের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটিতে বিরাট ধস নামবে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

অরণ্যে রোদন

চিকমাগালুর লোকসভা উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া নির্বাচনের পূর্বে ও পরে যে ব্যক্তিকে লইয়া আলোড়ন উঠিয়াছে, তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এই একটি নামের সহিত ভারতীয় রাজনীতিতে বহু বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে 'স্বৈরাচার' একটি। বলা বাহুল্য সেই 'স্বৈরাচার' এর জয় হইয়াছে। শ্রীমতী গান্ধী বিপুল ভোটের ব্যবধানে (৭৭, ৩৩৩) জনতা প্রার্থী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলকে পরাজিত করিয়া কুড়ি মাস পর পুনরায় লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৭৫ সালের জুলাই হইতে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত তাঁহারই ইচ্ছায় ভারতবর্ষে কুড়ি মাস ধরিয়া জরুরী অবস্থা জারী ছিল। সেই শ্রীমতী গান্ধীই চিকমাগালুর উপনির্বাচনে জয়-লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার জয়লাভকে কেন্দ্র করিয়া নানা মুনি নানা মত পোষণ করিতেছেন। বেকায়দায় পড়িয়াছেন জনতা নেতৃবৃন্দ। তাঁহারা ১৯৭৭ সাল হইতে একটি বুলি আওড়াইতেছেন, 'দেশে স্বৈরতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়াছে।' কিন্তু স্বৈরতন্ত্রকে দমন করিবার উপায় কি, তাহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা তাঁহাদের বক্তব্য হইতে পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা নিজেরাই আত্ম-কলহে এত মত্ত হইয়াছেন যে, দেশের ও দশের কল্যাণে ব্যয় করিবার মত সময় তাঁহাদের নাই—হালফিল হাল-চাল দেখিয়া সেইরূপই বোধ হইতেছে। অথচ তাঁহাদের হাতে সুযোগ আছে প্রচুর—বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা—শ্রীমতী গান্ধীর জরুরী অবস্থায় যাহা লোপ পাইয়াছিল।

দল ভাঙিয়া দল কিভাবে গড়িতে হয়, শ্রীমতী গান্ধী সেই দক্ষতা বহুভাবে বহুবার দেখাইয়া দিয়াছেন। জনতার সেই উপায় নাই—কারণ, তাঁহারা নিজেরাই ত কয়েকটি ভাঙা দলের সমষ্টি। তাঁহারা আবার গড়িবেন কি? ১৯৭৭ সালে জনতার উপর ভারতীয় জনতার যে আস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। জনতার মতে শ্রীমতী গান্ধীর জয়লাভ যদি স্বৈরাচারীর পুনরভ্যুদয় হয়, তবে জনতার কর্তব্য সেই শক্তিকে পরাহত করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। তাহারও পূর্বে প্রয়োজন আত্মকলহ মিটাইয়া ফেলা। নতুবা তাঁহাদের হুঁশিয়ারী অরণ্যে রোদনের সামিল হইবে। লোকসভার পরবর্ত্তী সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র ভারতবর্ষই চিকমাগালুরে পরিণত হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

যাত্রা ও ক্লাব

CLUB শব্দটি বিশ্লেষণ করে যদি C=culture, L=literature, U=unity এবং B=behaviour হয় তবে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে, এই অঞ্চলে সেই জাতীয় ক্লাব আছে কিনা সন্দেহ। ভাবতে অবাক লাগে, ১২ মাসের কয়েকটা দিন সংস্কৃতি চর্চ্চার নামে কলকাতার পেশাদার যাত্রা দলকে ভাড়া করে টিকিট কেটে দর্শককে আনন্দ দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে ক্লাব শব্দটি ব্যবহার না করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করলে অন্ততঃ কিছুটা স্বস্তি পাব। ক্লাবকে প্লাটফরম করে বছরের পর বছর যাত্রা করে মুনাফার পাহাড় লুটছেন অথচ এই শহরের স্বাস্থ্যকে সুন্দর করা কিংবা কিছু গঠনমূলক কাজ করার কথা কেউ ভাবছেন না। এমন কি এই শহরের বিভিন্ন পার্ক-লাইব্রেরী কিংবা অসমাপ্ত রবীন্দ্রভবনকে পূর্ণ করার কথা কেউ ভাবেননি। যাত্রায় উপার্জিত অর্থ ক্লাবের উন্নতিতে ব্যয় করা হয়েছে কি? কিংবা দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকাগার নির্মিত হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে তবে অনুরোধ, ক্লাবের স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের কিছু উন্নতি করুন। যদি সে প্রস্তাবও গ্রাহ্য না হয়, তবে ভাবতে বাধ্য হব, দিশেহারা বেকার যুবকের দল সামনে কোন আদর্শ বা লক্ষ্য না পেয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মনোরঞ্জন কিংবা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান করছেন। যাকে-কোন মতেই সুস্থ-ভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

—সুচেতা ব্যানার্জি,
জঙ্গিপুর

মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের বন্যা ঃ ১৯৭৮

সচ্চিদানন্দ ঘোষ

১৯৫৫ সালে ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনা চালু হওয়ার পরে গত ২২ বছরের মধ্যে বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমা ময়ূরাক্ষী ও বিভিন্ন শাখা নদীর বন্যায় চারবার অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে, ১৯৫৯ সালের অক্টোবরের গোঁড়াতে, ১৯৭১ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এবং ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে প্লাবিত হয়, অকল্পনীয় ক্ষতি হয়; প্রতি বারের ক্ষতি পূর্বকার ক্ষতির তুলনায় বহুগুণ অধিক হওয়ায় প্রতিটি বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পূর্ব নজির নাই। ১৯৫৬ সালের বন্যা তদন্ত কমিশন বলেছেন যে, পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসরে অন্ততঃ তিনবার ১৯০৫, ১৯০৬ এবং ১৯৪৩ সালে ১৯৫৬ সালের অনুরূপ প্রবল বর্ষণের নজির থাকলেও এতদঞ্চলে অনুরূপ প্রবল বন্যার পূর্ব নজির নাই। এই অঞ্চলের পল্লীর মাটির ঘরগুলির নির্মাণ কৌশল দেখলেই বোঝা যায় যে, এখানকার বাসিন্দারা বন্যা অঞ্চলের বাসিন্দা নন; এঁরা বানের জলে ঘর ভাঙবার আশঙ্কা আদৌ করেন না।

ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনার কানাডা বাঁধে রিজার্ভয়ার লেভেল ৪০৪ পর্যন্ত জলধারণের ব্যবস্থা থাকলেও জলধারণের জন্য ৪০০ পর্যন্ত জমি ক্রয় করা আছে। ৩৯৮ এর উপর জল উঠলে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে ৩৯৮'৫ পর্যন্ত জল উঠলে এককালীন একাদিক্রমে জল ছেড়ে ৫ ফুট জল কমিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে, উল্লেখযোগ্য, বর্ত্তমান বন্যার জল ছাড়ার সম্বন্ধে সরকার যেভাবে প্রকৃত তথ্য গোপন করেছেন, তা জনমনে সন্দেহের উদ্রেক করে। কিউসেক কথার অর্থ কিউবিক ফুট পার সেকেণ্ড। প্রতি সেকেণ্ডে কত ঘনফুট জল ছাড়া হল এতে স্রোতের তীব্রতা বোঝা যায়। কিন্তু এই বেগে কতক্ষণ জল ছাড়া হল অথবা কত একর ফুট জল ছাড়া হল বা হবে, না জানালে পূর্ণ তথ্য গোপন করা হয়; বর্ষণ-স্ফীত নদী-নালার উপর কি চাপ পড়বে, সেটি বোঝা যায় না। এক একর জমির উপর এক ফুট পরিমাণ জলকে এক একর ফুট বলা হয়। ময়ূরাক্ষী জলাধারের পাঁচ লক্ষ একর ফুট জল-ধারণের ক্ষমতা আছে। তার মধ্যে বাঁধের তলানি হিসাবে পঞ্চান্ন হাজার একর ফুট থেকে যাওয়ায় চার লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একর ফুট জল দিয়ে সাঁওতাল পরগণার কুড়ি হাজার একরে এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের পাঁচ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়। সিউড়ি শহরের কাছে সমতলভূমিতে অবস্থিত তিলপাড়া ব্যারেজের জল-ধারণের ক্ষমতা নাই। এখানে ময়ূরাক্ষীর উপর বাঁধ দিয়ে সেচের খালে জল প্রবাহিত করা হয়। কানাডা ড্যাম ও তিলপাড়া ব্যারেজের মধ্যে ময়ূরাক্ষীর একটি বড় শাখা নদী সিদ্ধেশ্বরী মিলিত হওয়ায় পূর্ণ বর্ষার সময়ে এখানকার জল নিয়ন্ত্রণের গেট-গুলি যোগ্য হস্তে না থাকলে বিপর্যয় নিশ্চিত। কারণ ১৯৫৯ সালের বন্যা তদন্ত কমিশন সিদ্ধেশ্বরী নদী নিয়ন্ত্রণ করার যে সুপারিশ করেন, সেটি কার্যকর করা হয়নি। ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালের বন্যা তদন্ত কমিশনের আংশিক রিপোর্ট কেবলমাত্র বিধানসভার সভ্য-দের দেওয়া হয়, সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যায় না।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসের ভয়াবহ বন্যার পরে তৎকালীন সেচ-মন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে আমি তিলপাড়া ব্যারেজ, কানাডা ড্যাম ও কানাডা জলাধার পরিদর্শনের সুযোগ পাই। ময়ূরাক্ষী জলা-ধার পরিকল্পনার তৎকালীন সুপারিন-টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ডি পি চ্যাটার্জীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ থেকে ৭ অক্টোবর ১৯৫৯ পর্যন্ত এমনভাবে জল ছাড়া হয়েছিল যে, বাঁধের গায়ে জলের লেভেল সবসময়ে ৩৯৮ এর কাছাকাছি ছিল। অর্থাৎ যে পরিমাণ জল বাঁধের ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল না কেবলমাত্র সেই পরিমাণ জলই ছাড়া হয়, তার অতিরিক্ত কোন জল ছাড়া হয়নি। কানাডা ড্যামের অস্তিত্ব না থাকলে ঐ পরিমাণ জল ঐ সময়ে নদী দিয়ে প্রবাহিত হত।

যদি ১৯৭৮ সালে সেপ্টেম্বরে কানাডা জলাধার পরিচালনায় ১৯৫৯ সালের পদ্ধতি অবলম্বিত হত, তাহলে অতিবর্ষণজনিত বন্যা ও ফরাক্কা বাঁধের দৌলতে প্লাবন-স্ফীত টইটম্বুর ভাগীরথী সত্ত্বেও কোন ক্ষতি না করে কিংবা সামান্য ক্ষতি করে দু'চারদি

জল গ্রাম ও মাঠ থেকে নেমে যেত। উপরন্তু পরিচালনার গাফিলতিতে তিলপাড়া ব্যারেজ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখেই ভাঙন ধরায় অদূর ভবিষ্যতে সেচের জল সরবরাহের সম্ভাবনা রহিত হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ বাঁধে জল জমান এবং ছাড়ার কোন সার্থকতা ছিল না। কারণ এর একটি-মাত্র ফলই হতে পারে—বন্যার প্রকোপ ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি। অতি সঙ্গতঃ কারণেই বীরভূমের জেলা শাসক ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনার সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারকে ক্ষতিগ্রস্ত তিলপাড়া ব্যারেজে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

খুব সঙ্গতঃ কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-মণ্ডলীর দু'জন সভ্য—ভক্তি মণ্ডল ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জলাধারের জল ছাড়ার ক্ষতিকর ভূমিকার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। কানাডা জলাধার তৈরী হওয়ার সময়ে, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্‌বোধনের সময়ে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের অগ্রগতি সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় সরকার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা তিনটি উদ্দেশ্যসাধক বলে বর্ণনা করেন : (১) সেচ (২) বিদ্যুৎ ও (৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৬ সালের বন্যার পরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়—একথাই সরকার বলছেন।

বন্যা সৃষ্টি করা, বন্যার স্থায়িত্ব ও প্রকোপ বৃদ্ধি করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের কর্মপদ্ধতি হওয়ায় বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার কয়েক লক্ষ অধিবাসী, যাঁরা কুপরিচালিত কানাডা জলাধারের শিকার হয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার হকদার। আমরা সরকার-সৃষ্ট বন্যাকবলিত নাগরিকেরা পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।

প্রগতির পথে ডানকানস্

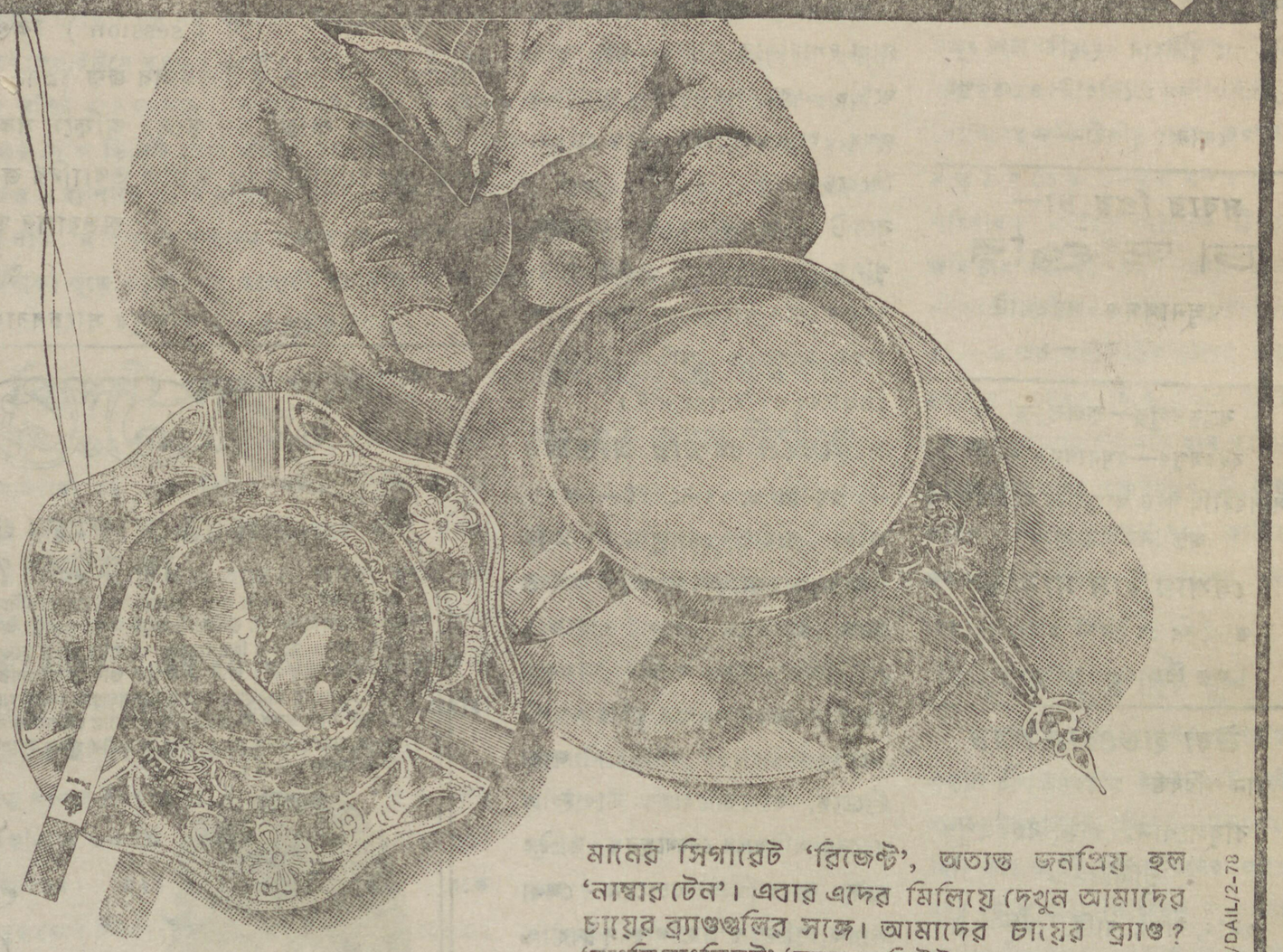

বিগত ১৩০ বছর ধরে ডানকানস্ সমানে প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের কাজের ধারা বদলে যাচ্ছে, কাজের অঞ্চল বেড়ে উঠছে। পূর্বে আমরা কেবল চা উৎপাদন করে নীলামে সেই চা বিক্রী করতাম। তারপর নিজেদের নামে ছোট পেটির চা বাজারে ছাড়লাম। এরপর প্যাকেটের চা। নিজেরাই বড় চা-উৎপাদক হওয়ার ফলে আমাদের টাট্‌কা চা-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল আপনাদের পছন্দে। চা প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা হিসাবে আপনাদের সমাদর অর্জন করলাম আমরা।

DUNCANS

কিন্তু আমরা ওখানেই থেমে থাকলাম না। আমরা চায়ের পাশেপাশে সিগারেট তৈরী এবং তার বিক্রী শুরু করলাম। আপনারা পছন্দ করলেন আমাদের উঁচু মানের সিগারেট 'রিজেন্ট', অত্যন্ত জনপ্রিয় হল 'নাম্বার টেন'। এবার এদের মিলিয়ে দেখুন আমাদের চায়ের ব্র্যাণ্ডগুলির সঙ্গে। আমাদের চায়ের ব্র্যাণ্ড? 'রাংলি রাংলিয়ট', 'মুঘল সেলিউট' এবং রয়্যাল আসাম।

হয়তো বলা যায় চা এবং সিগারেট বেশ আলাদা আলাদা অঞ্চলের সামগ্রী। এদের সুষ্ঠু পরিবেষণার জন্য বিশেষ গবেষণা, মুনশিয়ানার প্রয়োজন। উভয়ের জন্যই চাই বহুদিনের অভিজ্ঞতা, উৎপাদন এবং পরিবেষণার জ্ঞান এবং আয়োজন।

খুবই সত্যি কথা, তাই আমরা মেপে মেপে যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গে চায়ের ব্যবসায় আমাদের সুদীর্ঘ ১৩০ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালাম। চা-শিল্পে আমাদের অভিজ্ঞতা পদে পদে সিগারেটের ব্যবসার কাজে লাগল। সেই তামাকের ক্ষেত্র থেকে দোকানে বিক্রীর স্তর অবধি। বোঝা গেল কিভাবে এক অঞ্চলের প্রসার ক্রমান্বয়ে অন্য অঞ্চলের প্রসারকেও মদত দেয়, তাকে সম্ভব করে তোলে। আমরা ডানকানস্ এগ্রো-ইনডাস্ট্রীজ্ লিমিটেড্ তার প্রমাণ পেয়েছি।

ACI/DAIL/2-78

ডানকানস্ এগ্রো ইনডাস্ট্রিজ্ লিমিটেড্

"ডানকান হাউস," ৩১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

স্কুটার বিক্রী

চালু অবস্থায় একটি রাজদূত স্কুটার বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। —অনিল কর্মকার
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা
(মুর্শিদাবাদ)।

মিত্র বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং, রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—কলকাতা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

সুতীর গ্রামে খুন

অরঙ্গাবাদ, ১৪ নভেম্বর—সুতী থানার বাউড়িবুড়ি গ্রামে দুই দলের সংঘর্ষে আহত জসিমুদ্দিন সেখ হাসপাতালে মারা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি।

সংঘর্ষ ঃ জোর করে ফসল খাওয়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ রঘুনাথগঞ্জ থানার ধনপতনগরে জাগালদারদের সঙ্গে গোয়ালাদের এক সংঘর্ষে একজন জাগালদার ও একজন ভূস্বামী জখম হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত জাগালদারের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সাগরদীঘি থানার কাবিলপুরে আজ গ্রাম্য দলাদলিতে আবার একটি সংঘর্ষ ঘটেছে এবং কয়েকজন অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

বুলেট ঃ ১০ নভেম্বর সামসেরগঞ্জ পুলিশ তিনপাকুড়িয়ার একটি আমবাগান থেকে রাইফেলের তিনটি তাজা বুলেট উদ্ধার ও আটক করেছে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

সাইকেলে কাশ্মীর অভিযান

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর—মিরজাপুরের গ্রামীণ খেলাধুলা জগতের উজ্জ্বল তারকা শ্যামাদাসী ঘোষ আজ বহরমপুর থেকে সাইকেলে পাতিয়ালা হয়ে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করেছেন। সঙ্গে তাঁর স্বামী অশোক উপাধ্যায়ও আছেন। জানা গিয়েছে, ভারতে প্রথম তাঁরাই এ ধরনের অভিযানে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, লায়নস্ ক্লাব ও তরুণ তীর্থ ক্লাব।

সমর্থন প্রত্যাহার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থেকে আমরা সি পি আই (এম) দলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলাম। বর্তমানে সাগরদীঘির সি পি আই (এম) থানা নেতৃত্বের একনায়কতন্ত্র মনোভাবের জন্য আমরা মনে করি সাগরদীঘি থানার সি পি আই (এম) দল তার দলীয় চরিত্র হারিয়েছে। সুতরাং আমরা স্বেচ্ছায় সি পি আই (এম) দলের প্রতি আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলাম এবং অপরের বিনা প্ররোচনায় আর এস পি দলের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করলাম।'

ঠাকুরঘরে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ নভেম্বর—কালীপূজোর রাত্রে উমরপুর মোড়ের একটি পূজোমণ্ডপ থেকে হাঁড়ি, গামলা, বাসনপত্র ও সাইকেল নিয়ে সাকুল্যে প্রায় দেড় হাজার টাকার জিনিসপত্র চুরি যায় বলে খবর। ওই দিন ওই মণ্ডপে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়েছিল।

চুরির কিনারা হয়নি ঃ সাগরদীঘি থেকে গ্রামবাসী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন কালীপূজোর রাত্রে পোপাড়ার বাণী সেখের বাড়ী থেকে প্রায় ৯০০ টাকার জিনিসপত্র চুরি যায়। এই নিয়ে ওই বাড়ীতে ৬ বার চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, আজ পর্যন্ত একটি ঘটনারও কিনারা হয়নি।

বন্যাত্রাণ তহবিলে দান

ধুলিয়ান, ১৫ নভেম্বর—মার্কস্‌বাদী কর্মী সংস্থার পক্ষে কমঃ জেরাত আলি মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ৬০১ টাকা দান করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল
১৯৭৭ সালে স্থাপিত

১৯৭৯ এর সেসানে (session) কিণ্ডারগার্টেন ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান ও টু শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য ১৯৭৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট ফর্ম স্কুলের অফিসে সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। অন্যান্য তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন।

অভয়াপদ ভট্টাচার্য্য, এম-এ
অধ্যক্ষ
জঙ্গিপুর সাহেববাজার (মুর্শিদাবাদ)

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?
একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।